Prof. Dr. Carmen Brandt

University of Bonn, Germany

The curse of colonial and postcolonial standardisation processes: The case of the so-called Bengali script

Abstract: Since 2011, Assamese script activists have been trying to convince the International Organisation for Standardisation (ISO) and the Unicode Consortium that the fact that the script, which is currently only listed under the name "Bengali" or "Bangla" by both institutions, is an injustice — an injustice to the Assamese, who, like Bengalis, claim this script as their own. On the other hand, script activists among other ethnolinguistic groups in the east of South Asia, such as Chakmas, Meiteis, Rohingyas, and Santalis, associate this script, first and foremost, with the Bengali language, and thus, have been trying to introduce 'authentic' scripts for their languages to shake off alleged Bengali cultural hegemony.

This talk will elaborate on linguistic standardisation processes in the east of South Asia during colonial and postcolonial times, which in the past seemed to be necessary for the introduction of new technologies, but in the present, lead to a struggle over symbols of identity. By discussing the so-called Bengali script, it becomes evident that these standardisation processes have, in some cases, turned scripts into central elements of identity politics, which are either vehemently claimed or rejected.

Biography: Carmen Brandt has been professor at the Department for South Asian Studies of the Institute for Oriental and Asian Studies at the University of Bonn, Germany, since 2017. She obtained a Magister degree in Languages and Cultures of Modern South Asia, Indology, and Communication and Media Studies from the Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany, where she also received her doctorate in 2015 for a thesis about the portrayal of 'Bedes' in fictional and non-fictional literature. For her post-doctoral research project, Carmen Brandt explores comparatively script movements in India, Pakistan, and Bangladesh.

বাংলাদেশে আদিবাসী ভাষা-অধ্যয়ন ও সংরক্ষণের সূচনাপর্ব ও বর্তমান অবস্থা

ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ
অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে ক্ষেত্রভাষাবিজ্ঞান চর্চার সূচনা মূলত একুশ শতকের শুরুতে। বিশেষ করে আমেরিকান ভাষাবিজ্ঞানী ডেভিড পিটারসন এদেশের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী ভাষা নিয়ে যখন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ শুরু করেন। তিনি ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রথম প্রশিক্ষণ দেন- বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণের বিষয়ে। আর তারই ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে এমএ শ্রেণিতে আদিবাসী ভাষা-অধ্যয়ন কোর্স চালু হয়। বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা-অধ্যয়ন ও সংরক্ষণের সূচনাপর্বে বিভাগের দু-একজন শিক্ষক সম্পৃক্ত থাকলেও ক্রমে ক্রমে এ বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্ব লাভ করে এবং ক্ষেত্রভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রতি অনেকেই আগ্রহী হন। এ প্রবন্ধে মূলত ক্ষেত্রভাষাবিজ্ঞান চর্চা এবং আমাদের আদিবাসী ভাষা-অধ্যয়ন ও সংরক্ষণের সূচনাপর্ব থেকে বর্তমান অবস্থার একটা রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে বাংলা ভাষার পঠনপাঠন: শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা

তারিক মনজুর

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড একইসঙ্গে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে এবং পাঠ্যপুস্তক রচনা করে। স্কুল-কলেজ পর্যায়ে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে 'বাংলা' পড়ানোর একটি প্রধান লক্ষ্য ভাষা শেখানো। আমাদের দেশে প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বারো-তেরো বছর আবশ্যিকভাবে বাংলা পড়তে হয়। এরপরেও বাংলা ভাষা ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের নানা রকম দুর্বলতা দেখা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ভাষা পড়ার ও লেখার দক্ষতা অর্জন হতে দেরি হয়; প্রমিত উচ্চারণে তাদের সাবলীলতা আশা করা হলেও তা অর্জিত হয় না। মাধ্যমিক ও উচ্চতর পর্যায়ে ভাষার বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা তৈরি হয় না; বিবরণ ও বিশ্লেষণের কৌশলগুলিও তাদের অনায়ত্ত থেকে যায়। সারসংক্ষেপ করা, ভাবসম্প্রসারণ করা, অনুবাদ করা এগুলোও নির্ধারিত নমুনা মুখস্থ করার মধ্যে সীমিত থাকে। এই বাস্তবতায় আমাদের লক্ষ করা দরকার শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময়ে ভাষাশিক্ষার ব্যাপারটি কীভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, এই পরিকল্পনা কতটুকু যথাযথ হয়েছে, পাঠ্যপুস্তকে ও শ্রেণিকার্যক্রমে এর কতটা প্রতিফলন ঘটেছে, কিংবা মূল্যায়ন বা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর অর্জিত ভাষা-দক্ষতা কতটুকু যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে। এসব বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে ২০১২ এবং ২০২১ সালের সর্বশেষ দুটি শিক্ষাক্রম এবং এই শিক্ষাক্রমের উপর ভিত্তি করে রচিত বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক বিবেচনায় রাখা হয়েছে। ভাষাদক্ষতা বাড়ানোর উপায় হিসেবে একইসঙ্গে কিছু সুপারিশ আলোচনায় এসেছে।

বাংলাদেশের আদালতে বাংলা ভাষা বিতর্কের প্রাসঙ্গিকতা

নাহিদ ফেরদৌসী*

অধ্যাপক (আইন), সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

বাংলাদেশের সকল আদালতই প্রজাতন্ত্রের আদালত। বিচার প্রার্থনা থেকে শুরু করে বিচার পরিচালনা, রায় দেয়া, রায় কার্যকর করা- সকল কার্যক্রম ভাষার মাধ্যমে করতে হয়। বিচার প্রার্থীর বোধগম্য ভাষায় বিচার নিশ্চিত করার দায়িত্ব আদালতের। বাংলাদেশের সংবিধানে 'বাংলা ভাষা' একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত। সাংবিধানিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারে দেশে 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ১৯৮৭ প্রণীত হয়। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বাংলা ভাষার প্রসার ও সুরক্ষায় সুস্পষ্ট ভাষা নীতি ও আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। দেশের অধঃস্তন আদালতে আরজি, জবাব, আপত্তি, নালিশ, আদেশ ও রায়সমূহ সাধারনত বাংলা ভাষাতেই পরিচালিত হচ্ছে। ২০১২ সালে হাইকোর্ট বিধিমালা, ১৯৭৩ সংশোধনের মাধ্যমে উচ্চ আদালতের কার্যক্রমে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে উচ্চ আদালতে বর্তমানে বাংলার পরিবর্তে ইংরেজির প্রাধান্য ও ব্যবহার চলছে। আদালতে বাংলা ভাষার প্রয়োগ-সাধারণ জনগণের একটি সাংবিধানিক অধিকার এবং এ অধিকার ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনার ধারক ও বাহক। এক সময় বাংলা ভাষা প্রচলনে রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও আঞ্চলিক প্রতিবন্ধকতা ছিল। উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারে আইনী প্রতিবন্ধকতা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সে ধরণের কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা বাংলা ব্যবহারে অনীহা। আদালত শুধুমাত্র বিচারক এবং আইনজীবীদের স্থান নয়। এটি মামলার পক্ষগনেরও স্থান যারা আদালতের মাধ্যমে সুবিচার পেতে আসেন। বিচারপ্রার্থী মানুষের মুখের ভাষায় তথা রাষ্ট্রভাষায় রায় প্রদান করলে শুধু আইনের সাহায্য নয়, প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আইনের কাছে যাওয়ার সুযোগও সহজ হবে। বাংলাদেশের মানুষের বিচার করবে বাংলাদেশি বিচারক, শুনানি করবে বাংলাদেশি আইনজীবী এবং বিচারপ্রার্থী বাংলাদেশি। তাই আদালতে রাষ্ট্রভাষার সীমাবদ্ধতার কথা না ভেবে তার প্রয়োজনীয়তার কথা আগে ভাবা দরকার। অন্যদিকে বলা যায়, জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষা শেখা, জানা ও চর্চার গুরুত্ব অনস্বীকার্য কিন্তু তা কখনোই মাতৃভাষার বিনিময়ে নয়। প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশের আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং প্রচলনের পক্ষে যুক্তিসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

From Word2Vec to Generative LLMs: How NLP has shaped the modern world

Dr. Farig Sadeque
Assistant Professor
Department of Computer Science and Engineering
Brac University

Since a young Czech scientist working in Google introduced the world to the possibility of expressing words with dense vectors, natural language processing has been a quintessential part of our collective existence. NLP's evolution underscores its transformative influence, shaping communication, commerce, and culture in the contemporary digital landscape. In this talk, Dr. Farig Sadeque will introduce the audience to the exciting world of neural NLP, from Recurrent Neural Networks to current state-of-the-art Large Language Models– and how these technologies have changed the way we process, understand and generate languages.

Recent trends in dataset creation curation for Natural Language Processing Research and how Linguists can contribute

Asif Shahriyar Sushmit

The exponential expansion of Artificial Intelligence (AI) research has wrought a profound transformation across diverse domains, notably computational linguistics and natural language processing. The imperative for AI research lies in the meticulous development and curation of high-quality datasets, thereby thrusting domain experts into the limelight. Various modalities of language data, such as speech recordings, text documents, document images, and sign language videos, serve as fodder for AI models, enabling them to analyze, convert, summarize, correct, or even generate novel content—provided that the data is meticulously curated and possesses relative freedom from noise. Yet, what precisely constitutes this elusive 'data' remains a focal point of discussion.

In this interactive session, we shall embark on an exploration of deep learning datasets, engaging in a collaborative brainstorming endeavor to identify potential avenues through which linguistics students can contribute to the advancement of new language technology solutions.

কাম্যতম বহুভাষী শিক্ষা

শিশির ভট্টাচার্য্য

[সারাংশ: প্রতিটি ভাষা পৃথকভাবে জীবন ও জগৎকে ধারণ ও বর্ণনা করে থাকে – ত্রিশের দশকে স্যাপির-হোর্ফ হাইপথিসিসে এমনটা দাবি করা হয়েছে। এই দাবি যদি সত্য হয়, তবে বহুভাষী শিক্ষা একভাষী শিক্ষার তুলনায় কার্যকর ও সম্পূর্ণতর হবার কথা। বহুভাষী শিক্ষা ১) স্বাভাবিক (Natural/Organic) হতে পারে এবং ২) কৃত্রিম হতে পারে (Artificial)। রোমান আমলে (খ্রিষ্টপূর্ব ১ম থেকে ৫ম শতক) ল্যাটিন ভাষা-ভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষাব্যবস্থা ছিল একটি স্বাভাবিক বহুভাষী শিক্ষাব্যবস্থা (Natural/Organic Multilanguage Education), কারণ ল্যাটিন তখনও একটি জীবিত ভাষা। মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্বে (১০০০ থেকে ১৫০০) ল্যাটিন ভাষা-ভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষাব্যবস্থা ছিল একটি কৃত্রিম বহুভাষী শিক্ষাব্যবস্থা (Artificial/Imposed Multilanguage Education), কারণ ল্যাটিন তখন একটি মৃত ভাষা। আমার দাবি, স্বাভাবিক বহুভাষী শিক্ষা ব্যবস্থা যতটা সর্বজনীন ও কার্যকর শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারে, কৃত্রিম বহুভাষী শিক্ষাব্যবস্থা এই দুই কর্তব্য পালনে ততটাই ব্যর্থ হবার কথা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষা-ভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষাব্যবস্থা হবে একটি স্বাভাবিক শিক্ষাব্যবস্থা, কারণ বাংলা সর্বসাধারণের মুখের ভাষা। সুতরাং একমাত্র বাংলাভাষা-ভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষাব্যবস্থাই সর্বজনীন ও কার্যকর শিক্ষা নিশ্চিত করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে ইংরেজি-ভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষাব্যবস্থা কৃত্রিম, কারণ মধ্যযুগের ল্যাটিনের মতোই ইংরেজি বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মুখের ভাষা নয়, সম্ভবত হবেও না কোনো দিন। এই কৃত্রিম বহুভাষী শিক্ষাব্যবস্থা সর্বজনীন ও কার্যকর শিক্ষা নিশ্চিত করতে ব্যর্থতো হবেই, তদুপরি বাংলা ভাষার ব্যবহার সীমিত করে দিয়ে এই শিক্ষাব্যবস্থা বাংলা ভাষারও চূড়ান্ত ক্ষতি সাধন করতে পারে।]

"ভাষিক যোগাযোগ: বিপত্তির স্বরূপ"

অধ্যাপক ফজলে এলাহি চৌধুরী

আমাদের বুদ্ধিমত্তা কৃত্রিম নয় বলে 'ভাষিক যোগাযোগ' মানবিক ক্রিয়া। ফলে ব্যবহৃত ভাষার অতলে কাজ করে মনঃস্তাত্ত্বিক নানান বিষয়। আমাদের ভাষাবোধ সঙ্গে, জগদবোধ সম্পর্কিত। আর জগৎকে আমরা বুঝি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়। যেমন, কারো কাছে কাছে পৃথিবী সৌন্দর্যের আকর, কারো কাছে কেবকই অনু-পরমাণু দিয়ে গড়া। কারো কাছে তারকারাজি আক্ষরিক রঙিন মার্বেল, পরম নান্দনিক। কারো কাছে কেবল আয়নায়িত গ্যাস। জগদবোধের মতো সামাজিক সম্পদ 'ভাষা' প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বক্তা ও শ্রোতার অনন্য বোঝাপড়ায় অসংগতির মধ্যে পড়ে। মানুষ কিছু বোঝাতে গিয়ে যা বলে, তাতে যতই ত্রুটি থাকুক-- ওটাই তার বক্তব্য। আর, শুনতে গিয়ে, যতই নিপাট অর্থবহ অব্যর্থ বাক্যিক গঠন এসে হাজির হোক, শ্রোতার মন যা বুঝে নিতে চায় তা-ই বুঝে নেয় কখনো-বা। মোটা দাগে বাক্যস্থিত শব্দজাত এবং বাক্যের গঠনজাত কারণকে ভাষাগত বিপত্তির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। মানুষ জগৎকে মোকাবিলা করে ভাষা দিয়ে, ফলে তার নানান প্রতিবর্ত কাজ করে জগতে টিকে থাকতে। ভাষাকে নয়, বরং অভিসন্ধিকে সে প্রকাশ করে ভাষায়। ফলে, কেবল শব্দ ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে আশ্রয় না করে সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে ভাষাকে খুব নীরবতায় বুঝে নিতে হয়। সহমর্মিতাই কেবল পারে এক জন মানুষের ভাষাকে অব্যর্থভাবে পৌঁছে দিতে।